খলিফা সিরিজ-৪

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খলিফাতুল মুসলিমিন

আলি

ইবনু আবি তালিব রা.

প্রথম খণ্ড

খলিফা সিরিজ-৪

খলিফাতুল মুসলিমিন

আলি

ইবনু আবি তালিব রা.

(প্রথম খণ্ড)

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

সম্পাদক : আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০২১
প্রথম প্রকাশ : ১ অক্টোবর ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬০০, US $ 15, UK £ 10

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ
নামলিপি : সাইফ সিরাজ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 90473 4 6

Ali Ibn Abi Talib Ra. (1st part)
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারলাম। ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির বইয়ের ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশ হলো দুই খণ্ডে *আলি ইবনু আবি তালিব রা. : জীবন ও কর্ম* গ্রন্থটি।

এখানে একটি তথ্য পাঠককে জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি। ড. শায়খ আলি সাল্লাবি এই বইয়ের যে ফাইল আমাদের দিয়েছেন, সেখানে শিয়াদের নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা নেই। কিন্তু কোনো কোনো প্রকাশনীর বইয়ে শিয়াদের নিয়ে একটা অধ্যায় যুক্ত করা আছে। তবে যেহেতু শিয়াদের নিয়ে শায়খের ওই আলোচনা আলাদা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, তাই আমরাও সেটা *শিয়া : উৎপত্তি, চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশ* নামে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করব। ইনশাআল্লাহ শিগগিরই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে।

দুই খণ্ডের গ্রন্থটির প্রুফ ও ভাষা সম্পাদনার কাজ আমি করেছি। আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও আবদুল্লাহ আরাফাত।

এখন আপনাদের হাতে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে কিছু বানান সংশোধন করা হয়েছে। নতুন করে সেটিং করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি।

গ্রন্থটিকে আমরা যথাসম্ভব নির্ভুল হিসেবে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। জানি না কতটুকু সফলতা এসেছে। সেই বিচার-বিবেচনার ভার পাঠকের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে জানিয়ে বাধিত করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সংশোধন করব।

সবার দুআ কামনায়—

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের লালনপালন করেন, কাজ করার তাওফিক দেন, তাঁর গুণাবলি বর্ণনার ক্ষমতা দেন।

সাহাবিগণের যুগের ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশে পরিপূর্ণ। তাঁদের গৌরবময় জীবনের মূল্যবান তথ্যভান্ডার ইতিহাস, হাদিস, ফিকহ, কবিতা, তাফসিরসহ অপরাপর শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলিতে ছড়িয়ে আছে। তাই এসব বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করা প্রয়োজন, যা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটিই আনজাম দিয়েছেন আরববিশ্বের খ্যাতনামা স্কলার ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। খুলাফায়ে রাশিদিন নিয়ে তাঁর পৃথক চারটি গ্রন্থের মধ্যে এটি চতুর্থ গ্রন্থ।

এটা জানা কথা—সাহাবিগণের সময়ের ইতিহাস আমাদের প্রেরণার উৎস। সেই ইতিহাস যদি জয়িফ ও মাউজু বর্ণনা, সেকুলার ও ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রোপাগান্ডা এবং শিয়া-রাফিজি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত চিন্তাধারার বর্ণনা থেকে বেরিয়ে সুন্দর, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা যায়, তাহলে এর দ্বারা প্রত্যেক মুসলমানের আত্মিক ও জাগতিক জীবনের জটিল-কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান আশা করা যায়। তাই গ্রন্থকার আলির জীবনী রচনায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পথ অনুসরণে সচেষ্ট হয়েছেন।

এ কথা কারও অজানা নয় যে, আসহাবে রাসুলের জীবনীভিত্তিক বইপত্র নিছক বই নয়; তা এক অমূল্য রত্নভান্ডার। সাফল্যের সিঁড়ি। সোনালি জীবনের সোপান। বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনীগ্রন্থসমূহ আমাদের ইমানেরও খোরাক। আমলে জজবা আনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই একটি নির্ভুল, সুন্দর ও সহজপাঠ্য বই লেখা, অনুবাদ করা বা পড়া সবারই ঐকান্তিক কামনা। তবু মানুষ তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটিবিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অনুবাদ-কাজে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-বিচ্যুতি, অসামঞ্জস্যতা, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, ভাষাপ্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে

যেতে পারে। পাঠক এসব ব্যাপার ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মৌলিক কোনো বিচ্যুতি চোখে পড়লে সংশোধনের মনোভাব নিয়ে জানাবেন; সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কাজে বরকত দিন এবং কবুলিয়াতের বারিধারায় সিক্ত করুন।

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

সূচি

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

মক্কায় আলি ইবনু আবি তালিব # ৩২

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, উপাধি, গুণাবলি ও পরিবার # ৩৫

এক	: নাম, উপনাম ও উপাধি	৩৫
দুই	: জন্ম	৩৭
তিন	: বংশের প্রভাব	৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামগ্রহণ এবং হিজরতের পূর্বে মক্কায় গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি # ৫৪

এক	: ইসলামগ্রহণ	৫৪
দুই	: আলির ইসলামগ্রহণের ঘটনা	৫৫
তিন	: আলি রা. ও আবু তালিবের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা	৫৬
চার	: আলি রা. কি নবিজির সঙ্গে মক্কায় মূর্তি ভেঙেছিলেন	৫৭
পাঁচ	: আলি রা. কি নবিজির নির্দেশে আবু তালিবকে দাফন করেছিলেন	৫৮
ছয়	: আলির নিরাপত্তা-সচেতনতা এবং আবু জার রা.-কে রাসুল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছানো	৫৯
সাত	: আরব গোত্রে ইসলামের দাওয়াত এবং বনু শায়বানের সঙ্গে কথোপকথনে রাসুলের সঙ্গে আলির সঙ্গ	৬১
আট	: রাসুলের জন্য আলির আত্মোৎসর্গ	৬৬
নয়	: আলির হিজরত	৬৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলির কুরআনি জীবনে কুরআনের প্রভাব # ৭১

এক	: আলির জীবনে কুরআনি আকিদার প্রভাব	৭১
দুই	: আলির কাছে কুরআনের মর্যাদা ও মহত্ত্ব	৭৮
তিন	: আলির উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত	৭৯
চার	: রাসুল ﷺ থেকে শোনা কুরআনের তাফসির	৮৩
পাঁচ	: আলির মতে কুরআন থেকে মাসআলা উদ্‌ঘাটনের নিয়ম ও মূলনীতি	৮৬
ছয়	: আলি রা. থেকে বর্ণিত কিছু আয়াতের তাফসির	৯৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাসুলের সান্নিধ্যে আলি রা. # ১০৪

এক	: আলি রা. ও নববি মর্যাদা	১০৫
দুই	: আলি রা. থেকে হাদিস বর্ণনাকারী	১২২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মদিনায় হিজরত থেকে আহজাবযুদ্ধ পর্যন্ত আলির গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি # ১৩১

এক	: মদিনার ভ্রাতৃত্ব	১৩১
দুই	: সারিয়া তৎপরতা	১৩৪
তিন	: বদরযুদ্ধে আলি রা.	১৩৬
চার	: ফাতিমার সঙ্গে আলির বিয়ে	১৩৯
পাঁচ	: তাঁর সন্তান হাসান ও হুসাইন রা.	১৪৮
ছয়	: 'কাপড় ঢাকা' বিষয়ক হাদিস ও আহলে বায়তের উদ্দেশ্য	১৫৫
সাত	: নবি-পরিবারের জন্য বিশেষ বিধান	১৫৭
আট	: উহুদযুদ্ধে আলি রা.	১৬০
নয়	: বনু নাজিরযুদ্ধে আলি রা.	১৬৩
দশ	: হামরাউল আসাদযুদ্ধে আলি রা.	১৬৩
এগারো	: ইফকের ঘটনা ও আলি রা.	১৬৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আহজাবযুদ্ধ থেকে রাসুলের ইনতিকাল পর্যন্ত আলির গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি # ১৬৮

এক	: আলি রা. ও আহজাবযুদ্ধ	১৬৮
দুই	: গাজওয়ায়ে বনু কুরায়জায় আলি রা.	১৭১
তিন	: হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়আতে রিদওয়ানে আলি রা.	১৭১
চার	: উমরাতুল কাজায় আলি এবং হামজার মেয়ের অভিভাবকত্ব	১৮০
পাঁচ	: খায়বারযুদ্ধে আলি রা.	১৮১
ছয়	: মক্কাবিজয় ও হুনাইনযুদ্ধে আলি রা.	১৮৮
সাত	: তাবুকযুদ্ধের সময় আহলে বায়তের দেখভালের জন্য আলি রা.-কে সোপর্দ করে যাওয়া	১৯৪
আট	: আবু বকরের নেতৃত্বে প্রথম ইসলামি হজে আলির প্রচারবিষয়ক কৃতিত্ব	১৯৫
নয়	: নবম হিজরিতে নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধি, আয়াতে মুবাহালা এবং আলির কৃতিত্ব	১৯৯
দশ	: দায়ি ও কাজি হিসেবে ইয়ামেনে আলি রা.	২০১
এগারো	: বিদায়হজে আলি রা.	২০৫
বারো	: রাসুলের গোসল ও দাফনে আলি রা.	২০৬
তেরো	: মৃত্যুকালে লেখা রাসুলের অসিয়তের প্রকৃতি	২০৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে আলি ইবনু আবি তালিব # ২১৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিদ্দিকি খিলাফতকালে আলি রা. # ২১৯

এক	: আবু বকরেরের খিলাফতে আলির বায়আত	২১৯
দুই	: মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আলি রা.	২২৩
তিন	: আলির মুখে আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব	২২৪
চার	: আবু বকরের ইমামতিতে আলির সালাত আদায় ও তাঁর হাদিয়া গ্রহণ	২২৮
পাঁচ	: নববি মিরাস প্রসঙ্গে আবু বকর ও ফাতিমা রা.	২৩১
ছয়	: আবু বকর রা. ও আহলে বায়তের মধ্যে আত্মীয়তা	২৪৭
সাত	: আবু বকরের ইনতিকালে আলি রা.	২৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফারুকি খিলাফতকালে আলি রা. # ২৫৩

এক	: বিচার-সংক্রান্ত বিষয়	২৫৪
দুই	: ফারুকি অর্থনীতি ও প্রশাসনে আলি রা.	২৫৯
তিন	: জিহাদ ও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কাজে পরামর্শ গ্রহণ	২৬৩
চার	: আলি ও তাঁর বংশধরদের সঙ্গে উমরের সুসম্পর্ক	২৬৬
পাঁচ	: উম্মু কুলসুম বিনতু আলির সঙ্গে উমরের বিয়ে	২৭০
ছয়	: রাসুলের পর ফাতিমা সর্বাধিক প্রিয়	২৭১
সাত	: আব্বাস ও আলির একটি মোকদ্দমায় ভূমিকা	২৭৩
আট	: উমরের শূরাকমিটিতে আলির অন্তর্ভুক্তি এবং শাহাদাতের পর আলির প্রশংসাবাণী	২৭৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উসমানি খিলাফতকালে আলি রা. # ২৮৩

এক	: উসমানের খিলাফতে আলির বায়আত	২৮৩
দুই	: শূরার ব্যাপারে ভণ্ড রাফিজিদের মিথ্যাচার	২৮৫
তিন	: উসমানের ওপর আলিকে প্রাধান্য দেওয়া	২৮৮
চার	: উসমানি আমলে উপদেষ্টা ও দণ্ড কার্যকরে আলি রা.	২৮৯
পাঁচ	: উসমানের শাহাদাতে আলির অবস্থান	২৯২
ছয়	: খুলাফায়ে রাশিদিনের প্রশংসায় আলির উক্তি	৩০১
সাত	: কুরআনে সাহাবিদের মর্যাদার বর্ণনা	৩১০

তৃতীয় অধ্যায়

আলির বায়আত, অন্যতম গুণাবলি ও সামাজিক জীবন # ৩১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলির বায়আত # ৩১৭

এক	: আলির বায়আত যেভাবে সম্পন্ন হলো	৩১৭
দুই	: খিলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন আলি রা.	৩২১
তিন	: তালহা ও জুবায়েরের বায়আত	৩২৭
চার	: আলির খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্য	৩৩০
পাঁচ	: খিলাফতের বায়আতের সময় আলির শর্তাবলি ও প্রথম খুতবা	৩৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলির মর্যাদা, গুণাবলি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মূলনীতিসমূহ # ৩৫৫

এক : ইলম ও ধর্মীয় জ্ঞান ৩৫৭
দুই : আলির দুনিয়াবিমুখিতা ও পরহেজগারি ৩৭১
তিন : বিনয় ও নম্রতা ৩৭৯
চার : দানশীলতা ও বদান্যতা ৩৮৪
পাঁচ : লজ্জাশীলতা ৩৮৭
ছয় : ইবাদত, ধৈর্য ও ইখলাস ৩৮৯
সাত : আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ৩৯৫
আট : আল্লাহর দরবারে দুআ ৩৯৭
নয় : আলির প্রশাসনিক মূলনীতি ৪০৪
দশ : শাসকদের প্রতি জনগণের দৃষ্টি রাখার অধিকার ৪০৬
এগারো : শুরাব্যবস্থা ৪০৮
বারো : ন্যায়-ইনসাফ ৪১০
তেরো : স্বাধীনতা ৪১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলির সামাজিক জীবন এবং শিষ্টের লালন ও দুষ্টের দমনে গৃহীত পদক্ষেপ # ৪১৭

এক : তাওহিদের আহ্বান ও শিরক নির্মূলের যুগ ৪১৭
দুই : আলির একটি ভাষণ ও এর তাৎপর্য ৪৫৮
তিন : আলির কাব্যপ্রতিভা ও কবিতা ৪৬২
চার : আলির প্রজ্ঞাদীপ্ত বাণী-চিরন্তনী ৪৬৭
পাঁচ : আলির মুখে পূতঃপবিত্র মানুষদের গুণাবলি এবং রাসুলের নফল ইবাদত ও সাহাবিদের প্রশংসনীয় গুণের আলোচনা ৪৭১
ছয় : ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে আলির সাবধানতা ৪৭৬
সাত : বাজারব্যবস্থা সংস্কারে আলির ভূমিকা ৪৮৬
আট : আলির শাসনামলে পুলিশবাহিনী ৪৯৬

চতুর্থ অধ্যায়

আলির খিলাফতকালে অর্থ ও বিচারবিভাগ এবং তাঁর কিছু ফিকহি ইজতিহাদ # ৪৯৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থবিভাগ # ৫০১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারবিভাগ # ৫০৭

এক	: খুলাফায়ে রাশিদিনের সময়ে আদালতি ও আইনগত পরিকল্পনা এবং সাহাবিগণ-নির্দেশিত উৎসসমূহ	৫০৯
দুই	: খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য	৫১৩
তিন	: আলির প্রসিদ্ধ কাজিগণ	৫১৬
চার	: আলির বিচারনীতি, পূর্ববর্তী খলিফাদের বিচার সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারকের যোগ্যতা, তাঁদের বিশেষ স্থান ও দুর্নীতিমুক্ত বিচারনীতি	৫১৯
পাঁচ	: কাজির দায়িত্ব	৫২২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলির ফিকহি জ্ঞান # ৫২৫

এক	: ইবাদত	৫২৫
দুই	: দণ্ড ও সাজা	৫৫১
তিন	: কিসাস ও অঙ্গহানির শাস্তি	৫৬৫
চার	: তাজির	৫৭৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর সব মন্দ প্রবৃত্তি এবং মন্দকাজ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথহারা করেন কেউ তাকে পথ দেখাতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

> হে মুমিনগণ, তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম হওয়া ব্যতীত যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

> হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে; আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দুজন থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট-সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন। [সুরা নিসা : ১]

> হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে বড় সাফল্য অর্জন করে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার প্রতিপালক, প্রশংসা শুধু আপনার জন্যই। এমন প্রশংসা, যা আপনার সত্তার বড়ত্ব, মর্যাদা এবং আপনার পরিপূর্ণ যোগ্যতার স্মারক। আপনার প্রশংসা আপনার সন্তুষ্টি অর্জন পর্যন্ত, আপনি যখন রাজি থাকেন তখনো আপনার প্রশংসা; সন্তুষ্টির পরও আপনারই প্রশংসা।

হামদ ও সালাতের পর,

খুলাফায়ে রাশিদিনের সোনালি জীবনের ওপর এটা চতুর্থ গ্রন্থ, যা সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। ইতিপূর্বে আবু বকর সিদ্দিক, উমর ইবনুল খাত্তাব ও উসমান ইবনু আফফানের জীবনীর ওপর বিস্তারিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম রাখা হয়েছে : اسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته و عصره ।

এতে আলোচনা করা হয়েছে আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনু আবি তালিবের জন্ম থেকে শাহাদাত পর্যন্ত বিস্তারিত ঘটনাবলি।

তাঁর নাম, বংশ, উপাধি, জন্ম, পরিবার, গোত্র, ইসলামগ্রহণ এবং মক্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, হিজরত, কুরআনি জীবন এবং তাঁর জীবনে কুরআনের প্রভাব, আল্লাহর সত্তা এবং বিশ্বজগত, দুনিয়াবি জীবন, জান্নাত-জাহান্নাম, তাকদির সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা-সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থটি শুরু করা করা হয়েছে।

অনুরূপ এতে আলোচনা করা হয়েছে তাঁর জীবনে পবিত্র কুরআনের প্রতি কী পরিমাণ সম্মান ও ভালোবাসা ছিল, তাঁর ব্যাপারে কুরআনের কোন কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, কুরআন থেকে তথ্য উদ্ধার ও কুরআনি গবেষণার ব্যাপারে তিনি কোন পন্থা ও নিয়ম অনুসরণ করেছেন এবং কিছু আয়াতের ব্যাপারে তাঁর ব্যাখ্যা কেমন ছিল—তা-ও আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে কাটানো তাঁর শৈশব, নবুওয়াত সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞান এবং তাঁর সঙ্গে রাসুল ﷺ কীভাবে আচরণ করেছেন—সেগুলোও আলোচনায় এসেছে। তাঁর কথা ও কাজে নববি আদর্শের দ্যুতি ছড়াত। মানুষকে দীন শেখানোর অদম্য স্পৃহা ছিল তাঁর মধ্যে। যাবতীয় কথা-কাজে তিনি নবিজির আদর্শ অনুসরণ করতে অনুপ্রেরণা দিতেন তিনি। আল্লাহর রাসুলের কথা, কাজ ও বিবৃতির আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা এবং তাঁর সুন্নাহ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন মানুষকে—এ ব্যাপারে পাঠক গ্রন্থটিতে যথেষ্ট ধারণা পাবেন।

গ্রন্থটিতে সাহাবি, তাবিয়িন ও নবি-পরিবারের এমন বর্ণনাকারীদের নাম এসেছে,

যারা আলি রা. থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। গ্রন্থটি পাঠককে নবিজির যুগে মদিনায় আলির যাপিত জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেবে। ফাতিমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে, বিয়ের মোহর এবং প্রদত্ত সরঞ্জামাদি, স্বামীগৃহে ফাতিমার আগমন, তাঁর কষ্ট-সাধনা, অল্পতুষ্টি, দুনিয়াবিমুখতা, ইখলাস-নিষ্ঠা, উভয় জাহানের নেতৃত্বসহ নানা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে হাসান ও হুসাইনের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁদের মর্যাদাবিষয়ক হাদিসসমূহ বিবৃত হয়েছে। এ ছাড়া আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আহলে বায়তের মর্ম এবং এ-সংক্রান্ত বিধানাবলি অর্থাৎ, তাঁদের জন্য জাকাত গ্রহণ নিষেধ, আল্লাহর রাসুলের রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হওয়া, গনিমত ও ফাইয়ের সম্পদে এক-পঞ্চমাংশের অধিকারী হওয়া, রাসুলের মতো তাঁদের ওপরও দুরুদ ও সালাম পাঠানো এবং তাঁদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণের আবশ্যিকতার বিষয়টিও উঠে এসেছে।

বদর, উহুদ, খন্দক, বনু কুরাইজা, হুদায়বিয়া, খায়বার, মক্কা বিজয় এবং হুনাইনের যুদ্ধে নবিজির সঙ্গে আলির ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণালব্ধ আলোচনা পেশ করা হয়েছে। তাবুকযুদ্ধের সময় মদিনায় রাসুলের স্থলাভিষিক্ত হওয়া, আবু বকরের নেতৃত্বে প্রথম ইসলামি হজে আলির প্রচারবিষয়ক কৃতিত্ব, নবম হিজরিতে নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধি, আয়াতে মুবাহালা এবং আলির কৃতিত্ব, দায়ি ও কাজি হিসেবে ইয়ামেনে প্রেরণ, বিদায়হজের ইহরামে রাসুলের সঙ্গে তাঁর সামঞ্জস্য, রাসুলের মৃত্যুকালে তাঁকে দিয়ে অসিয়তনামা লেখার প্রকৃতি, খুলাফায়ে রাশিদিনের সঙ্গে আলি ইবনু আবি তালিবের সুসম্পর্ক ও অন্যতম কীর্তিসমূহ এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে আবু বকরের খিলাফতে আলির বায়আত, মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আলির সক্রিয় অংশগ্রহণ, তাঁর মুখে আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব, আবু বকরের ইমামতিতে তাঁর সালাত আদায় ও তাঁর হাদিয়া গ্রহণের বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া নববি মিরাস প্রসঙ্গে আবু বকর ও ফাতিমার অবস্থানের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ বিষয়ে খণ্ডন করা হয়েছে শিয়াদের আপত্তিকর যুক্তি। উন্মোচন করা হয়েছে তাদের মিথ্যা ও জাল বর্ণনার স্বরূপ। শক্তিশালী বর্ণনার আলোকে সত্যের প্রতি ফাতিমার ভালোবাসা এবং শরয়ি আইনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। আবু বকরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা, সিদ্দিকি পরিবারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং আবু বকর রা. ও আহলে বায়তের মধ্যে

আত্মীয়তা, আবু বকরের নামে তাঁদের সন্তানদের নাম রাখার মতো পারস্পরিক হৃদ্যতার বিষয়গুলোও উঠে এসেছে আলোচনা-প্রসঙ্গে।

আবু বকরের পর ফারুকি খিলাফতকালে বিচার, অর্থনীতি ও প্রশাসনে আলির অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উমর রা. আলি রা.-কে বহুবার মদিনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছেন। জিহাদ ও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কাজে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। আলি ও তাঁর বংশধরদের সঙ্গে উমরের ছিল সুসম্পর্ক। উম্মু কুলসুম বিনতু আলির সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন উমর রা.। এই শুভ বিয়েকে অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণ করার সঙ্গে সঙ্গে এর অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোও বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে সাহাবিদের, বিশেষত খলিফাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও মহব্বতের সুসম্পর্ক। খণ্ডন হয়েছে ছিদ্রান্বেষীদের বানোয়াট প্রোপাগান্ডা।

উসমানের খিলাফতে আলির বায়আতের ঘটনা আলোকপাতের পাশাপাশি শুরার ব্যাপারে ভণ্ড রাফিজিদের মিথ্যাচারেরও খণ্ডন করা হয়েছে। উসমানি আমলে উপদেষ্টা ও দণ্ড কার্যকরে আলির ভূমিকা এবং উসমানের শাহাদাতে আলির অবস্থান নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আলি ও উসমানের পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া আলির সেসব মন্তব্য ও বাণীও উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি সাহাবিদের মহব্বত, শ্রদ্ধা ও সম্মানে বলেছিলেন। আবু বকর ও উমর রা. সম্পর্কে কটূক্তিকারীদের ওপর তিনি শাস্তি আরোপ করেছেন। আলির এমন উত্তম আচরণমালা পাঠক পাঠ করলে দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়বেই।

এরপর আলির বায়আত কীভাবে সম্পন্ন হলো, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তখন খিলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন তিনি। তালহা ও জুবায়ের রা. তাঁর হাতে স্বেচ্ছায় কোনো চাপ বা জবরদস্তি ছাড়াই বায়আত গ্রহণ করেছেন। এভাবে আলির খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়ে যায়। খিলাফতের বায়আতের সময় আলি কী কী শর্তা আরোপ করেছিলেন, তা বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর প্রথম খুতবাও তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপ তুলে ধরা হয়েছে আলির মর্যাদা, গুণাবলি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মূলনীতিসমূহ।

তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তাঁর ইলম ও ধর্মীয় জ্ঞান, দুনিয়াবিমুখিতা ও পরহেজগারি, বিনয় ও নম্রতা, দানশীলতা ও বদান্যতা, লজ্জাশীলতা, ইবাদত, ধৈর্য ও ইখলাস, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, আল্লাহর দরবারে দুআর বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর প্রশাসনিক মূলনীতি ছিল কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী

তিন খলিফার কর্মপন্থা। তিনি জনগণের অধিকার সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন। শুরাব্যবস্থা, ন্যায়-ইনসাফ ও স্বাধীনতা রক্ষায় ছিলেন সর্বোচ্চ সোচ্চার।

কেমন ছিল আলির সামাজিক জীবন? শিষ্টের লালন ও দুষ্টের দমনে তিনি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন—সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করতে গিয়ে শিরকের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই, মানুষের মধ্যে আল্লাহর পবিত্র সুন্দর নামসমূহের বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি, আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা, অজ্ঞতার প্রভাবগুলো মুছে ফেলার জন্য তাঁর উৎসাহ, গ্রহ-নক্ষত্র-সংক্রান্ত মিথসমূহকে অকার্যকর করতে তাঁর উদ্যোগও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আরও অলোচনায় এসেছে তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে যারা তাঁর প্রভুত্বের প্রবক্তা হয়েছিল, আগুনে তাদের পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়ার বিবরণ। অন্তরে ইমানের সূত্রপাত, তাকওয়া ও তাকদির-সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্যসমূহ; আর কীভাবেই বা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হিসাব নিবেন।

আলি রা. তাঁর ভাষণে যেসব উপদেশ দিতেন, তাঁর কাব্যপ্রতিভা ও কবিতা, প্রজ্ঞাদীপ্ত বাণী, তাঁর জবানে মহামানবদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য, রাসুলের নফল ইবাদত এবং সাহাবিদের প্রশংসনীয় গুণাবলির আলোচনাও তুলে ধরা হয়েছে। ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে কীভাবে তিনি সাবধানতা অবলম্বন করতে বলতেন তা-ও তুলে ধরা হয়েছে। বাজারব্যবস্থা সংস্কারে তাঁর ভূমিকা এবং তাঁর শাসনামলে পুলিশ-বাহিনীর কিছু চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

আলির খিলাফতকালে অর্থ ও বিচারবিভাগ এবং তাঁর কিছু ফিকহি ইজতিহাদ তুলে ধরতে গিয়ে খুলাফায়ে রাশিদিনের সময়ের আদালত ও আইনগত পরিকল্পনা এবং শরিয়তের এমন মূলনীতিসমূহ, যার ওপর সাহাবিগণ নির্ভর করতেন, তাঁদের যুগে বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, আলির প্রসিদ্ধ বিচারকমণ্ডলী, তাঁর বিচারনীতি, পূর্ববর্তী খলিফাদের বিচার সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারকের যোগ্যতা, তাঁদের বিশেষ স্থান ও দুর্নীতিমুক্ত বিচারনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে তাঁর শাসনামলের দণ্ড ও সাজা, কিসাস ও অঙ্গহানির শাস্তি এবং তাজিরের বিভিন্ন ঘটনা।

সাহাবিগণ বিশেষত খুলাফায়ে রাশিদিনের কথা প্রমাণ হতে পারে কি না, এ ব্যাপারেও আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া আলির গভর্নর নিয়োগ, কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি এবং তাঁর কিছু নির্দেশনা, গভর্নরদের প্রদত্ত ক্ষমতা, প্রতিটি প্রদেশের গভর্নরের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ নিয়োগ, শুরা-কাউন্সিল গঠন, প্রতিটি রাজ্যে সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধ, শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বৈদেশিক

নীতির রূপরেখা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা, প্রতিটি রাজ্যে বিচার ও অর্থবিভাগ গঠন, রাজ্যগুলোর ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বশীল এবং গোয়েন্দাদের ভূমিকা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলির বক্তব্য থেকে কিছু প্রশাসনিক ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন : মানবাধিকারের ওপর তাঁর গুরুত্বপ্রদান, তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, প্রশাসক ও অধীনদের মধ্যে সম্পর্ক, অচলাবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের জন্য শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ, পিতামাতার অধিকারের নিশ্চয়তা এবং কর্মকর্তা নিয়োগে ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিবর্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল্যায়নের নিশ্চয়তা তৈরি করা।

এরপর আমি আলির আমলে অভ্যন্তরীণ সমস্যায় দৃষ্টি নিয়ে গেলাম। আলোচনা শুরু করলাম জঙ্গে জামাল তথা উষ্ট্রীর যুদ্ধের মাধ্যমে। এর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল এবং যার মাধ্যমে এর প্রাদুর্ভাব—সাবায়িদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। ফিতনার বিস্তারে আবদুল্লাহ ইবনু সাবার নিকৃষ্ট কর্মযজ্ঞ, উসমানের হত্যাকারীদের কিসাস নেওয়ার পদ্ধতির ব্যাপারে সাহাবিগণের বিভিন্ন মত, উসমান-হত্যার দ্রুত বিচার দাবিতে আয়েশা, জুবায়ের, তালহা, মুআবিয়া প্রমুখ সাহাবির ভূমিকাও স্পষ্ট করা হয়েছে। যাঁরা এই অনাকাঙ্ক্ষিত বা অনভিপ্রেত ঘটনা থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিলেন—যেমন : সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনু উমর, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, আবু মুসা আশআরি, ইমরান ইবনু হুসাইন, উসামা ইবনু জায়েদ রা. এবং তাঁদের সমমনা সাহাবিদের কথাও আলোকপাত করা হয়েছে। অনুরূপ যাঁরা আলির পক্ষাবলম্বন করে পরিস্থিতির উন্নতি হলে উসমান-হত্যার বদলা নেওয়ার ব্যাপারে কালক্ষেপণের পক্ষে ছিলেন, তাঁদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনায় উঠে এসেছে জঙ্গে জামালের দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আগে তা দূর করার প্রচেষ্টা, তারপর যুদ্ধের সূচনা এবং এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, তালহা এবং জুবায়েরের শাহাদাত, আলির হাতে বসরাবাসীদের বায়আত, আয়েশা সিদ্দিকার ব্যাপারে আলির অবস্থান, তাঁর সঙ্গে আলির উত্তম আচরণ, যথাযথ সম্মানপ্রদর্শন এবং সম্মান বজায় রেখে তাঁকে মদিনায় পাঠানোর বিষয়টিও বিস্তারিত তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

আয়েশা সিদ্দিকার প্রসঙ্গ এলে তাঁর অনন্য গুণাবলি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেছি। এ ছাড়া জুবায়ের ও তালহার জীবনচরিতও বিবৃত হয়েছে।

কেননা, রাসুলের জীবদ্দশায় এবং প্রথম তিন খলিফার সময় বিশেষত আলির খিলাফতকালে পরম সম্মানিত এই দুই মহান সাহাবির প্রভাব ও অবদান ছিল অতুলনীয়। তাঁদের প্রতি অনেক অন্যায় অপবাদ দিয়েছে ইতিহাসবিদরা। তাই আমি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পক্ষে আত্মরক্ষামূলক নির্মোহ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছি। উঠে এসেছে তাঁদের অবস্থান, মর্যাদা ও ফজিলতের বিষয়াদি। অকাট্য যুক্তি, তাঁদের উন্নত গুণাবলি এবং তাঁদের উদার-নৈতিকতার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে এই গ্রন্থের পাঠক প্রকৃত দ্ব্যর্থহীন জ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং তাদের অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়। দুর্বল বর্ণনায় এবং শিয়া ইতিহাসবিদদের দ্বারা নির্মিত বানোয়াট কাহিনি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের চেষ্টা করেছি। সর্বাবস্থায় আমি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসরণে সচেষ্ট ছিলাম।

আমি আরও আলোচনা করেছি সিফফিনের যুদ্ধের। অনুরূপ আমি আলির খিলাফতের প্রতি মুআবিয়ার বায়আত না হওয়ার কারণ, তাঁদের উভয়ের মধ্যে চিঠি চালাচালি, পুনর্মিলনের চেষ্টা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সালিশ মানার প্রস্তাবনা, আম্মার ইবনু ইয়াসিরের শাহাদাত, মুসলমানদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া, লড়াইয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হওয়ার পরও উভয়ের সদাচরণ, নিহতদের সংখ্যা, তাঁদের শাহাদাতে আলির অন্তর্দহন, রহমতের দুআ কামনার বিষয়গুলোও তুলে ধরেছি। উঠে এসেছে মুআবিয়া রা. এবং সিরিয়ার মানুষের প্রতি অভিশাপ দিতে আলির নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটিও।

তারপরে আমি সালিশের ঘটনা নিয়ে আবু মুসা আশআরি ও আমর ইবনুল আসের জীবনী উল্লেখ করেছি। তাঁদের নিয়ে বানানো মিথ্যা ও বানোয়াট গল্পের অসারতা বর্ণনার পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রে সালিশের ঘটনাটি কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়ে ইঙ্গিত করেছি। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর অবস্থানও আলোকপাত করেছি।

সাহাবিদের পবিত্র ইতিহাস বিকৃত করে এ ধরনের কিছু গ্রন্থের ব্যাপারে সতর্ক করেছি। যেমন : *কিতাবুল ইমামা ওয়াস সিয়াসা*, ইবনু কুতায়বার দিকে যার মিথ্যা সম্বন্ধ করা হয়। এভাবে ইসফাহানির *কিতাবুল আগানি*, *তারিখে ইয়াকুবি*, *তারিখে মাসউদি*সহ আহলুস সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুত অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছি। কীভাবে প্রাচ্যবিদরা শিয়াদের বইপত্র ব্যবহার করে ইতিহাস বিকৃত করেছে, তা-ও স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। আমি দেখিয়েছি, এ জন্য তারা ইসলামের বিপরীতে ফিকহ একাডেমি খুলেছে, যার মূল কাজ ইসলামি মূল্যবোধের মধ্যে বিপরীতধারার

অনুপ্রবেশ ঘটানো, প্রকৃত ঘটনা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা, সত্য গোপন করা এবং ইসলামি ইতিহাসের কালো অধ্যায়গুলো বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্লোগানের মাধ্যমে বড় করে উপস্থাপনের অশুভ চেষ্টা। এরকম কয়েকটি স্লোগান হচ্ছে, নিরপেক্ষ একাডেমিক রিসার্চ, বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ, বস্তুনিষ্ঠতা এবং নিরপেক্ষতা—এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবীও ইসলামি ইতিহাস চর্চা করেছেন, যারা মূলত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধি ও অনুসরণ এবং তাকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারেননি; বরং তারা ইসলামের মহান ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিকৃতিসাধনে লিপ্ত ইসলামের শত্রুদের ফাঁদে পা দিয়েছেন।

গ্রন্থের শেষদিকে রাফিজি ও খারিজিদের বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে। এতে খারিজি সম্প্রদায়ের প্রকৃতি, ইতিহাস এবং তাদের নিন্দায় নববি বাণী, হারুরায় তাদের দলত্যাগী মনোবৃত্তি, তাদের সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের বিতর্ক-মুনাজারা, তাদের সঙ্গে আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনু আবি তালিবের আচরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেপথ্য কারণসমূহও আলোচনা করেছি।

এ ছাড়া আমিরুল মুমিনিন আলির যুগে তাদের কুকীর্তি—যেমন : ধর্মে বাড়াবাড়ি, দীন সম্পর্কে উদাসীনতা, মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, কবিরা গুনাহে লিপ্ত মুসলমানকে কাফির বলা, মুসলমানদের হত্যা ও তাঁদের সম্পদ হালাল ঘোষণা করা, নির্বিচারে গালিগালাজ করা, তাঁদের প্রতি কুধারণা পোষণ করা, মুসলমানকে কাফির বলা, কতেক সাহাবিকে গালমন্দ ও নিন্দা করা এবং উসমান ও আলি রা.-কে কাফির সাব্যস্ত করা—ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রাফিজি শিয়াদের নিয়েও লিখেছি। শিয়া-রাফিজি শব্দের শাব্দিক অর্থ কী? কেন তাদের রাফিজি বলা হয়? তাদের অভ্যুদয় কবে হয়েছে? তাদের দলে ইয়াহুদিদের কাজ কী? বিশেষ কোন স্তর অতিক্রম করে চলেছে এই ফিরকা? তাদের আকিদা-বিশ্বাস কী? এ বিষয়ে আমিরুল মুমিনিন আলি রা. এবং আহলে বায়তের আলিমদের অবস্থান কী? যেমন : ইমামতের ব্যাপারে তারা কী বিশ্বাস লালন করে? এর অস্বীকারকারীদের বিধান কী? তারা কি নিষ্পাপ? এসব বিষয়েও আমি আলোকপাত করেছি। ইমামদের দলিল উল্লেখ করে তা যথাযথ বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই করেছি। এ ছাড়াও ওহি, মুবাহালা, বেলায়েত সম্পর্কে নাজিলকৃত কুরআনি আয়াত, খুতবায়ে গাদিরে খুম এবং 'মুসার কাছে হারুনের মতো তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত'—এই জাতীয় হাদিস সম্পর্কে ওদের গৃহীত দলিল-পদ্ধতির ব্যাপারেও আলোকপাত করেছি।

এমনিভাবে বানোয়াট হাদিস দিয়ে ওদের ইমামতের আরও কিছু দলিল—যেমন : 'পাখির হাদিস', 'ঘর'-এর হাদিস, 'আমি ইলমের শহর আর আলি ওই শহরের দরজা'—এসব সবিস্তারে আলোকপাতের প্রয়াস পেয়েছি। শিয়ারা যেসব জাল হাদিস দিয়ে তাদের মাজহাবের সমর্থনে দলিল পেশ করে, তারও একটা তালিকা এখানে উপস্থাপন করেছি। মুসলমানরা যাতে ওদের পাতা ফাঁদে পা না দেয়, এই উদ্দেশ্যে এসব আলোচনা করেছি।

শিয়াদের মতে তাওহিদের মর্ম কী? আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করতে তারা শরয়ি বিধানসমূহকে নিকৃষ্টভাবে বিকৃত করে নিজেদের ইমামদের জন্য দলিল সাব্যস্ত করে। তারা বলে, ইমামতের আকিদা রাখা আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। নিষ্পাপ ইমামগণ আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে মাধ্যম। তাঁদের ছাড়া কেউ হিদায়াত পেতে পারে না। এমনকি শিয়াদের পীঠস্থান ও মাজারগুলো জিয়ারত করা হজ ও উমরার চেয়ে উত্তম—এমন বহু বিষয় উঠে এসেছে আলোচনায়।

এসব আকিদা-বিশ্বাসের পাশাপাশি তাদের এ আকিদাও রয়েছে যে, ইমাম তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যা চায় তা হালাল করতে পারে, যা চায় হারাম করতে পারে। তাঁর হাতে দুনিয়া-আখিরাতের চাবিকাঠি। উভয় জগতে তাঁরা যা খুশি তা-ই করতে পারে। পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে তার সবই শিয়া ইমামদের হাতের ইশারায় হচ্ছে। অতীত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা সম্যক অবগত। কোনো কিছু তাঁদের থেকে লুক্কায়িত নয়। আল্লাহর গুণাবলি নিয়েও শিয়াদের মধ্যে অতিরঞ্জন, কুফরির সংমিশ্রণ, কুরআনের মাখলুক হওয়ার আকিদা, আখিরাতে আল্লাহর দর্শনের মাসআলা, শিয়া ইমামদের নবি-রাসুলগণের চেয়ে সেরা হওয়া—ইত্যাকার মাসআলাও আলোচনা করা হয়েছে।

শিয়ারা পবিত্র কুরআনকে কী মনে করে? কিছু কিছু শিয়া আলিম বলেন, কুরআন বিকৃত হয়ে গেছে। আমরা তাদের এই দাবির মূলোৎপাটন করেছি। এভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে : সাহাবি ও হাদিসশাস্ত্র নিয়ে শিয়াদের অবস্থান, তাদের আকিদায় তাকিয়ার মর্ম, প্রতিশ্রুত মাহদি সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস, 'আকিদায়ে বাদা' অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য নতুন জ্ঞানের বিকাশ-সংক্রান্ত বিষয়। শিয়াদের এসব বাতিল আকিদা বিষয়ে আলি রা., আহলে বায়তের আলিম এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান কী—সেসব ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শিয়াদের আকিদা-বিশ্বাস দীনের শিক্ষাবিরোধী। তাই এসব নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইলমি ও আখলাকি দিকগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে

হয়েছে। তাই বাহুল্য, প্রলাপ ও গালিগালাজমুক্ত থেকে তাদের গ্রন্থাদির আলোকে এর জবাব দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী শিয়াদের কাছে সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি তাদের আহ্বান জানিয়েছি, তারা যেন আলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করা, তাদের কুরআন-সুন্নাহর পথ থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া এবং আহলে বায়তের নাম ভাঙিয়ে ধোঁকা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছি। আহলুস সুন্নাহর বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে শিয়া-রাফিজিদের চরিত্র তুলে ধরার অভিপ্রায়ে আমরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। কেননা, তাদের ভবিষ্যৎ খুবই জোরালো দেখা যাচ্ছে। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় তাদের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিয়া ধর্মপ্রচারকরা তাদের বাতিল দাবি নিয়ে যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠ। এ পথে তারা সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে। ইসলামের ধ্বংস সাধনকারী ও ইসলামের চেহারায় কলঙ্ক লেপনকারীরা ইসলামকে সমূলে উৎপাটন করতে ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

এটি কোনো নতুন বিষয় নয়। আহলুস সুন্নাত আজ বিস্ময়কর শিথিলতা, গভীর ঘুম এবং বাতিলদের সম্পর্কে নিদারুণ অবহেলা দেখিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, সুন্নি-শিয়া সংঘাতের দিন ফুরিয়ে গেছে। তাই এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। সত্যিই এটা লজ্জা ও অজ্ঞতার প্রমাণ। শিয়ারা সঠিক পথে এসেছে তখনই বিশ্বাস করা যাবে, যখন তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমদের লিখিত কিতাবের সহিহ আকিদা প্রচার করবে। তাদের ও বিদআতিদের আচরণে এর প্রতিফলন শুরু হবে। কেননা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতই রাসুলের সুন্নাত ও সাহাবিদের আদর্শের কাণ্ডারি। রাসুল ﷺ বলেন,

> আমি তোমাদের আল্লাহভীতির, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমির) একজন হাবশি গোলাম হয়। কারণ, তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে, তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নব-আবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নব-আবিষ্কার হলো বিদআত এবং প্রতিটি বিদআত হলো ভ্রষ্টতা।[১]

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৭।

রাসুল ﷺ আরও বলেন,

> সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।[২]

এরা রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করে। নববি আদর্শই তাদের আদর্শ। যারা রাসুলের আদর্শ থেকে দূরে অবস্থান করে, সে-সকল আত্মপূজারি বিদআতি থেকে এরা দূরত্ব বজায় রাখে। নবিজির নবুওয়াতকাল থেকেই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা-বিশ্বাসের সূচনা। অন্যদিকে যারা বিদআত ও কুসংস্কার লালন করে, তাদের জন্ম রাসুলের ইনতিকালের অনেক পরে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বলে গেছেন : 'তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে, তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে'। পরে তিনি তাঁর ও তাঁর খলিফাদের অনুসরণের প্রতি পথনির্দেশ করেন। বিদআতিদের ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশও তিনি দিয়ে গেছেন। কেননা, এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য যে, সাহাবিগণ কোনো বিষয়ে ভ্রান্তিতে বা ভুলে ছিলেন; আর পরবর্তী লোকেরা সে ক্ষেত্রে হকের দিশা পেয়েছে। বিদআত তথা ধর্মের নামে নতুন পদ্ধতি মানেই ভ্রষ্টতা। যদি এতে কল্যাণের কিছু থাকত, তাহলে সাহাবিগণই তা করে দেখাতেন; কিন্তু সাহাবিদের পথ থেকে আদর্শচ্যুত অনেকেই পরবর্তী কালে এসব নিয়ে ফিতনার শিকার হয়েছে।

ইমাম মালিক রাহ. বলেছেন, 'এ জাতির শেষের অংশটি সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে না; কিন্তু যা দ্বারা পূর্ববর্তীরা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছিল।' তাই আহলুস সুন্নাত নবিজির হাদিসের দিকে সর্বদা প্রত্যাবর্তন করে। অন্যরা তাদের মিথ্যা সমাধানের জন্য বিশেষ স্থান বা নির্দিষ্ট লোকের নাম অনুসারে পরিচিতি পেতে চায়।

শিয়া-সুন্নি-সংক্রান্ত আলোচনার মৌলিক ভিত্তি হলো সত্যের উন্মেষ ও বাতিলের মুখোশ উন্মোচন। শিয়াদের সামনে কুরআন, সুন্নাহ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণের ব্যাখ্যা বিশেষত আলি রা., তাঁর পুত্র ও প্রপৌত্রদের মতো আহলে বায়তের আলিমগণ ইসলামি দর্শনের সঙ্গে তাদের পরিচিত করা উচিত। পাশাপাশি বিশুদ্ধ সংস্কার-পদ্ধতি অবলম্বন করে শিয়াদের প্রতি দরদি হয়ে তাদের সঙ্গ দিতে হবে। যেমনটি সাইয়িদ হুসাইন মাওসুয়ি রাহ. তাঁর *লিল্লাহি সুম্মা লিত-তারিখ, কাশফুল আসরার ওয়া তাবরিয়াতুল আয়িম্মাতিল আতহারে* শিয়াদের সঙ্গে সত্যিই কল্যাণকামিতার হক আদায় করেছেন। এভাবে সাইয়িদ

[২] *সহিহ বুখারি* : ৫০৬৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৪০১।

আহমদ আল কাতিব তাঁর লিখিত *তাতাওউরুল ফিকরিস সিয়াসিশ শিয়া মিনাশ শুরা ইলা উলায়াতিল ফকিহে* পেশ করেছেন। তদ্রূপ আহলে বায়তের যে-সকল ব্যক্তিকে সত্যিকারের নিষ্ঠাবান ও উত্তম চরিত্রে দেখা যাবে অর্থাৎ, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর অনুসারী মনে হবে, আমাদের উচিত তার সঙ্গে সদাচরণ করা।

আমরা এদের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখব। তাদের বিবেক কাজে লাগাতে বলব। প্রকৃতিগত চেতনা ও দাওয়াতের ওপর বাতিলের যে ছায়া পড়েছে, তা নামিয়ে বিবেকবোধের আলোকিত পথে চলতে বলব। বিদআতিদের কর্মকাণ্ডকে একাডেমিক পদ্ধতিতে আলোচনা করা আহলুস সুন্নাহর আলিমদের ওপর আবশ্যক। তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করা জরুরি। মাঝেমধ্যে তাদের সাক্ষাতে যেতে হবে। যেসব মাসআলায় তাদের সঙ্গে কোনো মতভেদ নেই, তাতে তাদের সহযোগিতা করা। বিপদআপদ ও দুর্যোগকালে, বিশেষ করে যখন তারা কাফির ও অত্যাচারীদের আগ্রাসনের মুখে পড়ে, তখন তাদের দিকে সহযোগিতামূলক আচরণ করা কর্তব্য।

এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, শরয়ি কৌশলের আলোকে এই সহযোগিতার মানদণ্ড নির্ধারিত থাকবে। অবশ্য পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সৌজন্য সংলাপ কখনো এক অবস্থায় স্থিতিশীল থাকে না। কেননা, সম্পর্কের ওই দরজা দিয়ে শিয়া চোর ঢুকে সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে ফিতনা ঘটাতে পারে। এমতাবস্থায় চুপও থাকা যাবে না। তাদের বাড়াবাড়ি প্রতিহত করতে হবে। তাদের মধ্যে কারা কারা বাড়াবাড়ি করে আর কারা কারা শরিয়তের অনুসরণে আগ্রহী, তা বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিতে হবে। আর যারা কথিত আধুনিক চিন্তাধারা লালনকারী সেজে বক্রতার পথ ধরে আছে, তাদের ব্যাপারে কিছুতেই ছাড় দেওয়া যাবে না। কঠোর হস্তে তাদের দমন করতে হবে।

আহলুস সুন্নাহর অনুসারী বিশিষ্ট আলিমগণ মুসলমানদের কল্যাণকর কাজে নেতৃত্ব দেবেন। মূলত তাঁরাই লাভ-ক্ষতি নির্ধারণে শরিয়তপ্রণীত মূলনীতির আলোকে রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নির্দেশনা দেবেন। নেতৃত্ব ও সংস্কারের এই গুরুদায়িত্ব আলিম ও ইসলামের দায়িদের এ পথে বাধা নয় যে, তারা মানুষকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কর্মপন্থা জানাবেন। এ কথার ওপর তাদের দাওয়াত দেবেন এবং মুসলিমসমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের বাতিল আকিদা থেকে সতর্ক করবেন, যাতে কোথাও এমন না হয়ে যায় যে, যেসব বাতিল আকিদা ও চিন্তাধারার প্রচার-প্রসারে কুচক্রী ও ইসলামের শত্রুরা সবসময় তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তাদের দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতি হয়। তাই

আমাদের জন্য জরুরি হলো রাসুলের জীবনী পাঠ করা। তাহলে আমরা বুঝতে পারব, মদিনায় হিজরত করে একদিকে তিনি ইয়াহুদিদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করছেন, যারা ইসলামি রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে; অন্যদিকে তিনি একই সময়ে কুরআনে বর্ণিত ইয়াহুদিদের পঙ্কিল আচরণ ও দুশ্চরিত্রের কথাও জানিয়ে দিচ্ছেন, যাতে মুসলিমসমাজ ইয়াহুদিবাদ নিয়ে সতর্ক থাকে এবং তাদের ধোঁকায় না পড়ে। ইয়াহুদিদের গাদ্দারি ধরা পড়লে যেন সবাই তাদের রুখে দাঁড়াতে পারে।

ইসলামি ইতিহাসের পাঠকমাত্রই সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি ও সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির যুগে ক্রুসেড এবং সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের সময়ে উসমানিদের এবং ইউসুফ ইবনু তাশফিনের যুগে মুরাবিতিনের সময়ে তাঁদের উত্থান এবং বিজয়ের বিভিন্ন নিয়ামকের দেখা পাবেন। যেমন : তাদের বিশুদ্ধ আকিদা, স্পষ্ট কর্মপন্থা, আল্লাহ নির্দেশিত বিধানের প্রয়োগ, আল্লাহপ্রদত্ত দূরদর্শিতার অধিকারী নেতৃত্বের উপস্থিতি, উম্মাহর শিক্ষা, প্রশাসনিক দক্ষতা ইত্যাদি। পাশাপাশি তাঁদের ছিল বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন এবং সমাজের বিপর্যয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিপর্যয়, শত্রুদের গোপন পরিকল্পনা, ক্রুসেডার, ইয়াহুদি, নাস্তিক এবং বিদআতিদের প্রতিটি গতিবিধি ছিল তাঁদের দৃষ্টির আওতায়। প্রতিটি প্রকরণের সঙ্গে তাঁরা করতেন যথোপযুক্ত আচরণ।

দীর্ঘ মেয়াদি নবজাগরণের বা রেনেসাঁর প্রকল্পগুলো কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাহর বোধগম্যতার সাথেই সংশ্লিষ্ট। খুলাফায়ে রাশিদিনসহ আমাদের মহান পূর্বসূরিরা পবিত্র কুরআনের গভীর জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁরা অবগত ছিলেন। তাঁরা ইতিহাসের নানা উপাদান থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এভাবে তাঁরা জানতে পারেন—এই উম্মত যতক্ষণ তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ও নবির সুন্নাতের ওপর চলবে, ততক্ষণ তাদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না। তাঁরা এটা ভালো করে জানতেন—যুদ্ধের মাঠের পরাজয় সাময়িক; কিন্তু বুদ্ধির জগতে পরাজয় দীর্ঘ মেয়াদি। তারা জানতেন, উন্নত শিক্ষা মুসলিম ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম। এই শিক্ষার ভিত্তি হবে আল্লাহর কুরআন, নবিজির সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদিন ও তাঁদের অনুসারীদের কর্মপন্থা। ইসলামি সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম প্রজন্মের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই।

সুতরাং দীনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় এটা নয় যে, আমরা দ্রুত এর সুফল পাব; বরং

প্রকৃত সৌভাগ্য হচ্ছে আল্লাহ আমাদের এর তাওফিক দিয়েছেন—এই বোধ এবং আমরা এর দ্বারা ইসলামকে বুঝব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করব। আল্লাহ এ কাজে বরকত দান করুন। এর দ্বারা ইসলামের পথে আহ্বানকারী ওইসব ভাইকে উপকৃত করুন, যাদের নাম আমরা জানি না; কিন্তু তাঁদের দাওয়াতের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। তাঁরা মুসলিম উম্মাহকে সব ধরনের বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্তিদানের চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁরা ওইসব নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি, যাঁরা সত্যকে চেনেন এবং নিজেদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব সত্ত্বেও সত্য প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় লড়াই চালিয়ে যান সন্তুষ্টচিত্তে। দীনের প্রতি একনিষ্ঠ মনোভাব ও হৃদ্যতা এবং রাসুল ﷺ-কে পরিপূর্ণ অনুসরণ করায় আল্লাহ তাঁদের হিদায়াত দান করেছেন।

আল্লাহ এই গ্রন্থের মাধ্যমে ওইসব আলিম ও তালিবে ইলমকে উপকৃত করুন, যাঁদের কলমের কালি শহিদি রক্তের সমতুল্য। ওইসব ব্যবসায়ীকে উপকৃত করুন, যাঁরা নিজেদের জান-মাল ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেন। যারা বলে—

> তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি। [সুরা দাহর : আয়াত ৯-১০]

পৃথিবীর বুকে তাঁরা এমনই অপরিচিত বাহিনী; কিন্তু পরকালের চিরন্তন জান্নাতি কাননে তাঁরা একেকজন মহান অতিথি।

আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি, যেখানে তুমুল ঘূর্ণিঝড় চলছে ইসলাম ধ্বংসের। আমাদের দীন ও আকিদা নির্মূলে চলছে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র। ক্রুসেডার, ইহুদি, বাতিনি, বিদআতি ও সেকুলারিজমের একনিষ্ঠ সমর্থকদের মতো ইসলামের শত্রুরা আমাদের শাসকশ্রেণি, নেতৃবৃন্দ ও আকাবিরকে জ্ঞানবিজ্ঞান, সভ্যতা, শিষ্টাচার ও রাজনীতির মাঠে কোণঠাসা করে রেখেছে। তারা একযোগে আমাদের সোনালি ইতিহাসের বিকৃতি সাধনে আদাজল খেয়ে নেমেছে। আমাদের গৌরবময় ইতিহাস যদি মুছে ফেলা যায়, তবে নেতৃত্বশীল সংস্কারবাদী জাতিগঠনের কোনো উপাদান থাকবে কি আমাদের? বিশ্বজুড়ে সমাদৃত মুসলিম মনীষীগণের নাম-নিশানা যদি মুছে ফেলা যায়, কোনো মূল্য কি আর আমাদের অবশিষ্ট থাকবে? সুতরাং আমাদের উচিত—আমাদের গৌরবোজ্জ্বল সোনালি অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়া। যে ইতিহাস মুসলমানদের সামনে শত্রুদের মাথা নোয়ানোর। যে ইতিহাস অশুভ চিন্তার ধারকদের ষড়যন্ত্র নস্যাতের। আমরা কি সেই হারানো দাওয়াতি ইতিহাস ফিরিয়ে আনতে এবং সেই সভ্যতা-সংস্কৃতি পৃথিবীর বুকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হব না?

বর্তমানে এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিদ্যমান, যেখানে মানবতা আল্লাহর বাতানো পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় পৌঁছে গেছে অধঃপতনের অতল গহ্বরে; অথচ তাদের ব্যাধির নিরাময় রয়েছে মুসলমানদের কাছে। কিন্তু তারা কি আত্মত্যাগে প্রস্তুত? আত্মরক্ষা এবং অন্যকে বাঁচানোর মানসিকতা কি আমাদের আছে?

আবারও ইসলাম ফিরে আসুক তার মূলে। সবার হৃদয়ের পঙ্কিলতা সে দূর করে দিক। ইসলাম পুনরায় আমাদের উত্তম চরিত্রে শক্তি যোগাক। আমাদের মিলিয়ে দিক কুরআনের সঙ্গে। ইসলামের নবি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর দীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আমাদের সৌভাগ্যমণ্ডিত করুক। ইসলাম যেন আমাদের এই বোধে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলে যে, রাসুলের দাওয়াত এবং খুলাফায়ে রাশিদিন তথা আবু বকর, উমর, উসমান, আলিসহ সকল সাহাবির আদর্শের ওপর আমল করা আমাদের জন্য অপরিহার্য, যাতে আমরা রাসুলের রিসালাতের প্রচার-প্রসার ও তাকে শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে একযোগে কাজ করে যেতে পারি।

গ্রন্থটি রচনায় আমি যেসব মূল উৎস ও প্রমাণের সাহায্য নিয়েছি, তা উল্লেখ করার পূর্বে এটা জানানো উচিত যে, যদি আমার এই কাজে আল্লাহর তাওফিক, আহলুস সুন্নাহর আলিমগণ এবং তাঁদের মানসিকতা লালনকারী ছাত্রদের অবাধ সহযোগিতা না থাকত, তাহলে এত গভীর আলোচনায় পৌঁছা সম্ভব হতো না। নির্দ্বিধায় আমি স্বীকার করছি, মুখ্য বর্ণনার শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ এবং আধুনিক ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থাদির জন্য আমি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত জ্ঞাননির্ভর প্রবন্ধসমূহের সাহায্য নিয়েছি। বিশেষ করে ড. আকরাম জিয়া উমরির নাম উল্লেখ করতেই হয়, যিনি এসব ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন ও বিস্তর আলোচনা করেছেন। আমি তাঁর *সহিহ সিরাতুন নবি* এবং *আসারুল খিলাফাতির রাশিদার* মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকেও ঢের সাহায্য পেয়েছি।

যাঁদের তত্ত্বাবধানে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছি, তন্মধ্যে ড. ইয়াহইয়া আল ইয়াহইয়ার *আল-খিলাফাতুর রাশিদা ওয়াদ দাওলাতুল উমাবিয়া মিন ফাতহিল বারি জামিয়ান ওয়া তাউসিকানের* কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এভাবে একটি প্রবন্ধ অধ্যাপক আবদুল আজিজ মুকাবিলেরও রয়েছে, যা *খিলাফাতু আবি বকরিনিস সিদ্দিক মিন খিলালি কুতুবিস সুন্নাহ ওয়াত তারিখ : দিরাসাতান নাকদিয়াতান লিররিওয়ায়াতি বিইসতিসনারি হারুবির রিদ্দাহ* নামে প্রসিদ্ধ। এ ছাড়াও আবদুল আজিজ ইবনু মুহাম্মাদ আল ফারিহ সম্পাদিত ইউসুফ ইবনু হাসান ইবনু আবদুল হাদি আদ দিমাশকি আস সালিহি আল হাম্বলি লিখিত

*মাহজুস সাওয়াব ফি ফাজায়িলি আমিরিল মুমিনিন উমর ইবনিল খাত্তাব*ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *ফিতনাতু মাকতালি উসমান ইবনি আফফান* নামে মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল গাবানের প্রবন্ধ এবং প্রফেসর আবদুল হামিদ আল নাসিরের প্রবন্ধ *খিলাফাতু আলি ইবনু আবি তালিব* তাঁরই তত্ত্বাবধানে পূর্ণতা পেয়েছে। উপর্যুক্ত প্রবন্ধগুলো থেকে উপকার গ্রহণের পাশাপাশি ওইসব মূল্যবান প্রবন্ধও আমার গবেষণার কাজে লেগেছে, যা অন্যান্য অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে বেরিয়েছিল। তন্মধ্যে রয়েছে ড. মাহজুনের প্রবন্ধ *তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবা ফিল ফিতনাতি ফি রিওয়াতিত তাবারি ওয়াল মুহাদ্দিসিন*; সুলায়মান আল আওদার *আবদুল্লাহ ইবনু সাবা ওয়া আসারুহু ফি ইহদাসিল ফিতনাতি ফি সাদরিল ইসলামি* শীর্ষক প্রবন্ধ; আসমা মুহাম্মাদ আহমাদের *জিয়াদাতু দাওরিল মারআতিস সিয়াসি ফি আহদিন নাবি ওয়াল খুলাফায়ির রাশিদিন* গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও প্রচুর প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

আল্লাহর অসংখ্য শুকরিয়া। এ কাজে সহযোগিতাকারী সম্মানিত অধ্যাপকগণ এবং বন্ধু ও সুহৃদদের ধন্যবাদ জানাই। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি, আল্লাহ তাদের চেষ্টা-সাধনা কবুল করুন। এসব কাজকে দীনের জন্য উপকারী মাধ্যম বানান, যাতে মিজানের পাল্লা ভারি করতে এগুলো সহায়ক হয়।

> যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে। [সুরা শুআরা : ৮৮-৮৯]

খুলাফায়ে রাশিদিনের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ লিখতে গিয়ে আমি যেসব উৎসের প্রতি আস্থা রেখেছি তা হলো : কুতুবুল হাদিস, শারহুল হাদিস, কুতুবুত তাফসির, আকিদাশাস্ত্র, কিতাবুল ফিকহ, কাব্যশাস্ত্র, কিতাবুজ জুহদ, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়-সংক্রান্ত গ্রন্থ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোকপ্রশাসন, সিরাত ও চরিতশাস্ত্র, হাদিসের জারাহ ও তাদিলশাস্ত্র, ইতিহাসশাস্ত্র। এসব শাস্ত্রের অসংখ্য গ্রন্থ আছে প্রাচীন মুসলিম মনীষীদের লেখা। আমি এগুলোর সাহায্য নিয়েছি। এর পাশাপাশি প্রচুর আধুনিক বইপত্রও আমার গবেষণার কাজে এসেছে। উল্লেখ্য, আকিদা, আহকাম ও মাকামে সাহাবা বিষয়ে সকল বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধিতে এমনকি এর ওপর বিধান আরোপেও আমি কঠোর থেকেছি। সিদ্ধান্ত আমার নয়; বরং এ বিষয়ের শাস্ত্রজ্ঞদের, যারা জ্ঞানে-গুণে শীর্ষস্থানীয় ও অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ, তাদের থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সুতরাং এই বইয়ের আপাদমস্তক আল্লাহর করুণা এবং সহিহ বর্ণনা-সাপেক্ষে ইতিহাস-চর্চাকারী বিদগ্ধ আলিমদের সাধনার ফসল।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমি ১৭ রবিউল আখির ১৪৯৪ হিজরি (৭ জুন ২০০৩) শনিবার দুপুর ১২.৫৫ মিনিটে জুহরের সময় লেখা শেষ করি। সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহর কাছে তাঁর সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলির মাধ্যমে দুআ করি, তিনি যেন এ কাজ কবুল করেন। এই গ্রন্থ থেকে সবাইকে উপকৃত করেন। নিজ অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা এতে বরকত দেন।

এই ভূমিকার শেষপর্যায়ে এসে আমি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি—তিনি যেন আমার এ কাজ কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। বানিয়ে দেন তাঁর বান্দাদের উপকারের পাথেয়। এ গ্রন্থের প্রতিটি বর্ণের বিনিময়ে উত্তম বদলা দান করেন। যারা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে কবুল করেন। আমি প্রত্যেক মুসলমানের কাছে অনুরোধ করছি—যারা এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন, তাঁরা যেন তাঁদের দুআয় আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লাহ বলেন,

> হে আমার রব, আমাকে নিয়ন্ত্রণে রেখো, আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি, যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি করেছ এবং এমন সৎকাজ করি, যা তুমি পছন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো। [সুরা নামাল : ১৯]

> আল্লাহ যে রহমতের দরজা মানুষের জন্য খুলে দেন, তা বন্ধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি বন্ধ করে দেন, তা আল্লাহর পরে কেউ খোলার নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। [সুরা ফাতির : ২]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

وآخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

মহান রবের মাগফিরাত, রহমত ও সন্তুষ্টি কামনায়,

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

মক্কায় আলি ইবনু আবি তালিব রা.

- নাম, উপাধি, গুণাবলি ও পরিবার
- ইসলামগ্রহণ এবং হিজরতের পূর্বে মক্কায় গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি
- আলির কুরআনি জীবন এবং তাঁর ওপর কুরআনের প্রভাব
- রাসুলের সান্নিধ্যে
- মদিনায় হিজরত থেকে আহজাবযুদ্ধ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি
- আহজাবযুদ্ধ থেকে রাসুলের ইনতিকাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, উপাধি, গুণাবলি ও পরিবার

এক. নাম, উপনাম ও উপাধি

১. নাম ও বংশ

আলি ইবনু আবি তালিব ('আবদে মানাফ'[৩]) ইবনু আবদুল মুত্তালিব (তাঁকে শায়বাতুল হামদও বলা হতো)[৪] ইবনু হাশিম ইবনু আবদে মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুররাহ ইবনু কাআব ইবনু লুয়াই ইবনু ফিহর ইবনু মালিক ইবনু নিজার ইবনু কিনানা ইবনু খুজায়মা ইবনু মুদরিকা ইবনু ইলিয়াস ইবনু মুজার ইবনু নিজার ইবনু মাআদ ইবনু আদনান।[৫]

তিনি রাসুলের আপন চাচাতো ভাই। রাসুলের দাদা আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম পর্যন্ত গিয়ে উভয়ের বংশধারা মিলে যায়। আবু তালিব ছিলেন রাসুলের পিতা আবদুল্লাহর আপন ভাই। জন্মের সময় তাঁর মা নিজ পিতা আসাদ ইবনু হাশিমের নামে তাঁর নাম রেখেছিলেন 'আসাদ'। এ কারণে খায়বারযুদ্ধের সময় তিনি প্রতিপক্ষের কবিতার প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন,

> আমি ওই ব্যক্তি, হায়দার[৬] নাম দিয়েছে যার মা। আমার দৃষ্টি বনের সিংহের মতো ভয়ংকর।[৭]

---

[৩] আবু তালিবের আসল নাম ছিল আবদে মানাফ।

[৪] *আল-ইসতিআব* : ৩/১০৮৯।

[৫] *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ৩/১৯; *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৩০৮; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/৩৩৩; *আল-ইসাবা* : ১/৫০৭; *আল-ইসতিআব* : ১/১০৮৯; *আল-মুনতাজাম* : ৫/৬৬; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবরানি : ১/৫০।

[৬] 'হায়দার' হচ্ছে সিংহের একটি নাম।

[৭] *আর-রিয়াজুন নাজারা ফি মানাকিবিল আশারা* : ৬১৭।

আলির মা যখন তাঁর এই নামটি রাখেন, তখন আবু তালিব ঘরে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যখন ঘরে ফিরেন, তখন নামটি পছন্দ করেননি; তিনি নাম রাখলেন 'আলি'।[৮]

২. উপনাম

তাঁর উপনাম আবুল হাসান। রাসুলের মেয়ে ফাতিমার গর্ভজাত তাঁর বড় ছেলে হাসানের দিকে সম্বন্ধ করেই তাঁকে এ নামে ডাকা হয়। তাঁর আরেকটি উপনাম ছিল 'আবু তুরাব'। রাসুল ﷺ তাঁকে এ উপনাম দিয়েছিলেন। আলি রা.[৯]-কে এ নামে ডাকলে তিনি খুশি হতেন। এই উপনামের নেপথ্যে রয়েছে একটি ঘটনা।

একবার রাসুল ﷺ ফাতিমার ঘরে পদার্পণ করলেন; কিন্তু আলিকে ঘরে পেলেন না। ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?' ফাতিমা বললেন, 'তাঁর ও আমার মধ্যে একটা বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল, ফলে তিনি রাগ করে চলে গেছেন। এরপর থেকে তিনি আমার কাছে ঘুমাননি।' রাসুল ﷺ তখন একজনকে বললেন, 'দেখো তো, আলি কোথায়।' লোকটি এসে বলল, 'আল্লাহর রাসুল, তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন।' রাসুল ﷺ তাঁর কাছে এলেন। আলি তখন শুয়ে ছিলেন। তাঁর এক পাশের চাদর সরে গিয়ে শরীরে মাটি লেগে গিয়েছিল। রাসুল ﷺ সে মাটি ঝাড়তে শুরু করলেন এবং বললেন, 'আবু তুরাব, ওঠো।'[১০]

সহিহ বুখারির এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর শপথ, রাসুল ﷺ-ই এই উপনামে ভূষিত করেছেন।[১১] এ ছাড়াও তাঁর উপনামসমূহের মধ্যে রয়েছে আবুল হাসান ওয়াল হুসাইন, আবুল কাসিম আল হাশিমি[১২] ও আবুস সিবতাইন।[১৩]

৩. উপাধি

আলির উপাধি : আমিরুল মুমিনিন ও চতুর্থ খলিফায়ে রাশিদ।[১৪]

---

৮ *গারিবুল হাদিস*, খাত্তাবি : ২/৭০; *খিলাফাতু আলি ইবনু আবি তালিব*, আবদুল হামিদ ইবনু আলি নাসির : ১৮।

৯ গ্রন্থের যত জায়গায় 'রা.' লেখা থাকবে, সেখানে 'রাজিআল্লাহু আনহু' পড়া উত্তম। এ ছাড়া সাহাবিদের নামের শেষে পাঠ-সাবলীলতা রক্ষা করতে অনেক জায়গায় 'রা.' লেখা না থাকলে সেখানেও 'রাজিআল্লাহু আনহু' পড়া উত্তম। — অনুবাদক।

১০ *সহিহ মুসলিম* : ২৪০৯।

১১ *সহিহ বুখারি* : ৪৪১, ৩৭০৩, ৩২৭০।

১২ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/২২৩।

১৩ *উসদুল গাবাহ* : ৪/১৬। 'সিবতাইন' দ্বারা উদ্দেশ্য হাসান ও হুসাইন রা.।

১৪ *তারিখুল ইসলাম*, জাহাবি : ২৭৬; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/২২৩; *খুলাসাতু তাহজিবিল কামাল* : ২/২৫০।

দুই. জন্ম

আলির জন্মতারিখের ব্যাপারে বেশ কিছু বর্ণনা আছে। হাসান বসরি রাহ. বলেন, রাসুলের নবুওয়াতলাভের ১৫ বা ১৬ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১৫] ইবনু ইসহাকের বক্তব্য—নবুওয়াতের ১০ বছর পূর্বে তিনি জন্মলাভ করেন।[১৬] দ্বিতীয় উক্তিটি ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৭] আল বাকির মুহাম্মাদ ইবনু আলি এ-সংক্রান্ত দুটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। একটি হচ্ছে ইবনু ইসহাকের গবেষণামতে, যা হাফিজ ইবনু হাজারও অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অর্থাৎ, নবুওয়াতপ্রাপ্তির ১০ বছর পূর্বে।[১৮] আরেকটি হচ্ছে, তিনি রাসুলের নবুওয়াতপ্রাপ্তির ৫ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[১৯]

হাফিজ ইবনু হাজার ও ইবনু ইসহাকের উক্তিকে আমি অগ্রাধিকার দিচ্ছি। অর্থাৎ, বিশুদ্ধ গবেষণার আলোকে তাঁর জন্ম হয় রাসুলের নবুওয়াতপ্রাপ্তির ১০ বছর পূর্বে। ফাকিহি[২০] লেখেন, বনু হাশিমে আলি রা.-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পবিত্র কাবাঘরের ভেতর ভূমিষ্ঠ হন। ইমাম হাকিম রাহ. লেখেন, অসংখ্য তথ্য ও প্রমাণাদি দ্বারা বোঝা যায়, আলি রা. কাবা শরিফের ভেতর জন্মগ্রহণ করেন।[২১]

তিন. বংশের প্রভাব

ইলমুত তাশরিহ তথা শারীরতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, চরিত্রবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানে এটা স্বীকৃত বিষয় যে, মানুষের মধ্যে রক্ত ও বংশীয় প্রভাব ব্যাপকভাবে কাজ করে থাকে। জীবনের নানা আঙ্গিকে স্বভাবগত যোগ্যতা, মনন ও মানসগঠনেও এর বিশাল প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাব তিনভাবে প্রতিভাত হয়। যথা :

১. পূর্বপুরুষেরা তাদের বংশীয় কিছু বিশ্বাস ও আদর্শ মনমস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকেন। সেগুলোকে সম্মান জানান। ভক্তি প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে তারা কিঞ্চিৎ ত্রুটিও বরদাশত করেন না। নিজে বা বংশের কেউ

---

[১৫] *আল-মুজামুল কাবির, তাবরানি* : ১/৫৪, নং-১৬৩, সনদ মুরসাল।

[১৬] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া* : ১/২৬২, সনদ উল্লেখ নেই।

[১৭] *আল-ইসাবা* : ২/৫০১।

[১৮] *আল-মুজামুল কাবির, তাবরানি* : ১/৫৩, নং-১৬৬, *মুহাম্মাদ বাকির পর্যন্ত সনদ হাসান, তবে তিনি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।*

[১৯] *ফাতহুল বারি* : ৭/১৭৪; *আল-ইসাবা* : ২/৫০৭।

[২০] তিনি আখবারু মক্কার গ্রন্থকার। বর্ণনাটি সনদের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ নয়, তাই জয়িফ।

[২১] *আল-মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন* : ৩/৪৮৩, সনদবিহীন। বর্ণনাটি দুর্বল।

এর ব্যত্যয় ঘটালে তাকে পারিবারিক ঐতিহ্যবিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হয়। পারিবারিকভাবে তাকে এমনভাবে কোণঠাসা করে রাখা হয়, যেন বংশীয় আইনে তার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমাযোগ্য নয়।

২. পিতামাতা ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে বংশীয় মানুষের কথা বার বার আলোচিত হয়। এসব মনীষীর ঘটনা, জীবনাচার, মহত্ত্ব, মর্যাদা, ন্যায়নিষ্ঠা, বদান্যতা, বীরত্ব, দানশীলতা, সত্যবাদিতা, জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড, গরিবদের সাহায্য, নিপীড়িতের সহযোগিতার বিভিন্ন ঘটনা বার বার তার কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। শৈশব থেকে যৌবন ও পৌঢ়ত্ব পর্যন্ত পারিবারিক বলয়ে এসবের চর্চা হয়। মনমানসিকতাও ধাবিত হয় এদিকে। অনুভবের বিশাল একটা জায়গাজুড়ে তাদের প্রতি রয়ে যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও টান। চারিত্রিক উৎকর্ষ, মানবিক সদাচার ও আত্মমর্যাদাবোধে একটি দৃঢ় মানদণ্ড হিসেবে রয়ে যায় এরা।

৩. বংশীয় ঐতিহ্যধারার প্রভাব মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে (শারীরিক গঠন ও কথোপকথনে)-ও পাওয়া যায়। বিশেষত যারা বংশীয় ঐতিহ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন এবং তা লালনে সচেষ্ট থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি ঘটে থাকে।[২২]

এসব বিষয় নির্দিষ্ট একটি সীমা পর্যন্ত এবং সাধারণ দৃষ্টিতে ঠিকাছে; কিন্তু এগুলো সর্বজনীন ও মূলনীতির মর্যাদা রাখে না। এর ব্যত্যয় ঘটবে না, এমন বলা যাবে না। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুত সুন্নাতও নয়। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে,

> অতএব, আপনি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতিনীতিতে কোনো রকম বিচ্যুতিও পাবেন না। [সুরা ফাতির : ৪৩]

এদিকে ইঙ্গিত করে রাসুল ﷺ বলেছেন,

> মানুষ খনিবিশেষ, যেমন সোনা-রুপার খনি হয়ে থাকে। সুতরাং জাহিলি যুগের যারা শ্রেষ্ঠ, ইসলামের যুগেও তারা শ্রেষ্ঠ—যখন তারা ইসলামের বুঝ পায়।[২৩]

রাসুল ﷺ অন্যত্র বলেছেন,

> আমলের ক্ষেত্রে যে পেছনে পড়ে রয়েছে, বংশ তাকে এগিয়ে নিয়ে

---

[২২] আল-মুরতাজা, আবুল হাসান আলি নদবি : ১৯, ২০।

[২৩] মুসনাদু আহমাদ : ২/৫৩৯। সনদ বিশুদ্ধ।

যেতে পারে না।[২৩]

এর মানে এটা নয় যে, কোনো খান্দান বা বংশমর্যাদার একক দাবিদার। এ ছাড়া ধর্মীয় নেতৃত্ব, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বা কার্যকর সম্মানের জন্য কোনো খান্দানকে জায়গির মনে করা যাবে না। সর্বকালে নির্দিষ্ট কোনো বংশের ললাটেই দীন-দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থাকবে, ব্যাপারটি এমন হতে পারে না। ইসলামপূর্ব পৃথিবীতে বংশপূজার ভিত্তিতে নিকৃষ্ট সামাজিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় দেখা দেয়। খুবই কঠোর প্রকৃতির সাম্রাজ্য এবং অত্যন্ত ভয়ংকর ধরনের স্বেচ্ছাচার সংঘটিত হয়েছিল তখন। এ-সংক্রান্ত অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে রয়েছে। রোমান ও সাসানি[২৪] সাম্রাজ্যের ইতিহাস এবং গ্রিক ও ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এর ভুরি ভুরি নজির রয়েছে।[২৫]

সুতরাং আমাদের উচিত, ওই বংশ ও খান্দানের সামাজিক অবস্থানের মূল্যায়ন করা, যেখানে আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনু আবি তালিব জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রতিপালিত হয়েছেন। ওই গোত্রের কী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল, তা-ও আমাদের জানা দরকার। সাধারণ আরবদের মধ্যে এই পরিবারের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কী পরিমাণ ছিল, তা-ও ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আয়নায় দেখা প্রয়োজন। অতএব, এ ব্যাপারে আমরা প্রথমে কুরাইশ ও পরে বনু হাশিমের আলোচনা করব।

১. কুরাইশ গোত্র

আরববাসীর কাছে কুরাইশ গোত্রের সুখ্যাতি সতত স্বীকৃত। এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। তাদের ভাষা ও কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্য ছিল ঈর্ষণীয়। আতিথেয়তা, বীরত্ব ও সাহসিকতা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাদের এই গৌরবের কথা অন্যরা উপমা হিসেবে পেশ করত।[২৬]

---

[২৩] *সহিহ মুসলিম*, কিতাবুজ জিকর ওয়াদ-দুআ ওয়াত-তাওবা।

[২৪] ইরানে ইসলামের আগমনের পূর্বে সেখানকার সর্বশেষ সাম্রাজ্য। প্রায় ৪০০ বছর ধরে এটি পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের দুটি প্রধান শক্তির একটি ছিল। প্রথম আরদাশির পার্থীয় রাজা আরদাভানকে পরাজিত করে সাসানি রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। ইসলামের আরব খলিফাদের কাছে শেষ সাসানি রাজা শাহানশাহ তৃতীয় ইয়াজদাগির্দের পরাজয়ের মাধ্যমে সাসানি সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে। সাসানি সাম্রাজ্যের অধীন এলাকার মধ্যে ছিল বর্তমান ইরান, ইরাক, আরমেনিয়ার দক্ষিণ ককেসাস, দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্য এশিয়া, পশ্চিম আফগানিস্তান, তুরস্ক ও সিরিয়ার অংশবিশেষ, পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং আরব উপদ্বীপের কিছু উপকূলীয় এলাকা। সাসানিরা তাদের সাম্রাজ্যকে 'এরানশাহ' অর্থাৎ 'ইরানীয় সাম্রাজ্য' বলে ডাকত।—উইকিপিডিয়া অবলম্বনে *অনুবাদক।*

[২৫] *আল-মুরতাজা*, আবুল হাসান আলি নদবি : ২০।

[২৬] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, আবুল হাসান আলি নদবি : ৭৪।